শব্দার্থ ও টীকা

2

রাধার কী হৈল অন্তরে ব্যথা

চণ্ডীদাস

2.1 প্রস্তাবনা

রাস ও দোলযাত্রা আমাদের পরিচিত উৎসব। এই উৎসবগুলির সঙ্গে জড়িয়ে আছে রাধা-কৃষ্ণের ভালোবাসার কাহিনি। রাধার কৃষ্ণের প্রতি ভালোবাসা সবে শুরু হচ্ছে— এই সময়ের কথা কবিতায় আছে। রাধা-কৃষ্ণের ভালোবাসা যখন আরম্ভ হচ্ছে সেই অবস্থাকে বলা হয় পূর্বরাগ। পূর্বরাগ পর্বে রাধার মনের অবস্থা কী রকম, পঞ্চদশ শতকের কবি চণ্ডীদাস আমাদের তা জানিয়েছেন। মনের খবর প্রকাশ পায় আচরণের মধ্যে দিয়ে। এই কবিতায় বা পদে রাধার প্রত্যেক আচরণ তাঁর মনের বিশেষ অবস্থাকে প্রকাশ করছে।

রাধার অনেক সখী। তাঁরা রাধার একান্ত আপনজন। রাধার অবস্থা দেখে সখীরা বিচলিত। পদটিতে সখীমুখে ব্যক্ত হয়েছে রাধার আচরণ।

বিচলিত = চঞ্চল

পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ। মধ্যযুগের কবিতার ভাষাগত বৈশিষ্ট্য আলোচ্য পদে দেখা যাবে। যেমন 'হইল' হয়েছে 'হৈল', 'ধ্যান' হয়েছে 'ধেয়ান'। কবিতাটিতে কমা (,), সেমিকোলন (;), প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) ইত্যাদি যতিচিহ্ন নেই। যতিচিহ্ন যা আছে তা হল এক-দাঁড়ি(।) এবং দু-দাঁড়ি (।।)। (।।।) এযুগে কবিতার শেষ অংশে বা ভনিতায় কবি নিজের নাম জানিয়ে দিতেন। চেষ্টা করলে এইরকম আরও বৈশিষ্ট্য আমরা খুঁজে বার করতে পারি।

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি :

- পুরোনো দিনের (মধ্যযুগের) কবিতা কেমন হত তা জানাতে পারবেন;
- রাধার কোন্ আচরণ মনের কোন্ বিশেষ অবস্থা প্রকাশ করছে তা বোঝাতে পারবেন;
- রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের 'পূর্বরাগ' পর্যায় সম্পর্কে আপনার ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন;
- মধ্যযুগের কবিরা কীভাবে নিজেদের নাম জানাতেন তা বোঝাতে পারবেন।

2.3 মূল পাঠ

2.3.1

(1)

রাধার কী হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা।।
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ-পানে
না চলে নয়ান-তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে
যেমত যোগিনী-পারা।।

(2)

এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি
দেখয়ে খসায়ে চুলি।
হসিত বয়ানে চাহে মেঘ-পানে
কী কহে দুহাত তুলি।।
একদিঠ করি ময়ূর-ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া-বঁধুর সনে।।

শব্দার্থ ও টীকা

বিরলে = নির্জনে।
থাকয়ে একলে = একলা থাকে।
ধেয়ানে = ধ্যানে।
নয়ান-তারা = চোখের তারা।
রাঙ্গা বাস = লাল বসন।
যোগিনী = তান্ত্রিক সাধিকা।
পারা = মতো

দেখয়ে = দেখে।
খসায়ে চুলি = চুল এলো করে।
হসিত বয়ানে = হাসিমুখে।
একদিঠ করি = একদৃষ্টিতে।
করে নিরীক্ষণে = একমনে দেখে।
বঁধু = বন্ধু।
কালিয়া-বঁধুর = বন্ধু কৃষ্ণের। কৃষ্ণের গায়ের রং ছিল কালো। তাই তাঁকে ডাকা হত কালা বা কালিয়া বলে।
সনে = সঙ্গে।

2.4 বিষয়ের রূপরেখা

2.4.1 রাধার কী হৈল . . . যোগিনী পারা।।

গদ্যরূপ :

রাধার অন্তরে কীসের ব্যথা? তিনি বিরলে একলা বসে আছেন, কারও কথা তিনি শুনছেন না। সব সময় মেঘের দিকে চেয়ে ধ্যান করছেন, তাঁর নয়ন-তারা নিশ্চল। তিনি আহারে বিরত। তিনি যোগিনীর মতো রাঙা বাস পরে আছেন।

2.4.2 বক্তব্যসার :

সখীরা রাধার বেদনার কারণ খুঁজছেন। তাঁরা খুঁটিয়ে দেখছেন রাধার আচরণ। কারও কথা রাধা শুনতে পাচ্ছেন না। এই ঘটনা বুঝিয়ে দিচ্ছে, নিজের ভাবনার মধ্যে গভীরভাবে তিনি ডুবে আছেন। কৃষ্ণ কালো, মেঘও কালো। তাই মেঘের কালো রং তাঁর মন টেনেছে। যোগিনীরা বা তান্ত্রিক সাধিকারা ধ্যান করেন তাঁদের ইষ্টদেবতার।

রাধাও ধ্যানে দেখছেন তাঁর একান্ত প্রিয়জনকে। রাধার প্রিয় বসন নীলাম্বরী, সেই বসন ত্যাগ করে তিনি পরেছেন রক্তবাস। মনে করা হয়, অনুরাগের রং রাঙা। রাধার রাঙা বসনে সেই অন্তরের রঙের আভাস।

পাঠগত প্রশ্ন 2.1

(১) শূন্যস্থান পূরণ করুন:

ক) রাধার কী ..... অন্তরে .....।

খ) বিরতি .... বাস পরে
যেমত .....।।

(২) ঠিক উত্তরে টিক (✓) দিন:

ক) রাধা কী অবস্থার মধ্যে বসে আছেন?
(একা / নির্জনে / সখীদের সঙ্গে / সজনে)

(৩) একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দিন:

ক) রাধা কোন্ দিকে চেয়ে আছেন?

খ) রাধা কেমন বস্ত্র পরেছেন?

গ) রাধা কাদের মতো বস্ত্র পরেছেন?

ঘ) কেন মনে হচ্ছে যে রাধা ধ্যান করছেন?

2.4.3 এলাইয়া বেণী . . . কালিয়া বঁধুর সনে।।

গদ্যরূপ :

বেণী ও ফুলের গাঁথনি এলিয়ে চুল খসিয়ে তিনি (রাধা) দেখছেন। হাসি-হাসি মুখে মেঘের পানে চেয়ে দু-হাত তুলে কী যেন বলছেন। তিনি একদৃষ্টিতে ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠ নিরীক্ষণ করছেন। চণ্ডীদাস বলছেন, বন্ধু কালিয়ার সঙ্গে রাধার নব-পরিচয় ঘটেছে।

বক্তব্যসার :

চণ্ডীদাস রাধার সমস্ত আচরণের কারণ বুঝতে পেরেছেন। কালো মেঘ দেখতে দেখতে রাধার মনে পড়েছে নিজের কালো কেশের কথা। চুল এলো করে তিনি দেখছেন। মেঘ তো অনেক দূরে, তিনি একান্ত কাছে পেয়েছেন তাঁর কৃষ্ণকে। মুখে তাঁর হাসি ফুটেছে। দু-হাত তুলে মেঘকে তিনি বুঝি বিদায় জানাচ্ছেন।

তারপর রাধার দৃষ্টি নেমে এসেছে মাটিতে। সামনেই ময়ূর-ময়ূরী। ময়ূরের চিকন শ্যামল কণ্ঠে তিনি দেখছেন বন্ধু কৃষ্ণের রূপ। ময়ূর-ময়ূরীর দিকে চেয়ে তিনি স্বপ্ন দেখেন যুগল জীবনের।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন 2.2

(১) শূন্যস্থান পূরণ করুন:

ক) ..... বেণী ..... গাঁথনি
দেখয়ে ..... চুলি।

খ) কণ্ঠ করে .....।

গ) ..... কয় ..... পরিচয়।

(২) ঠিক উত্তরে টিক (✓) দিন:

ক) রাধা হাসিমুখে চেয়েছেন কোন্‌দিকে?
(ফুলের দিকে / বেণীর দিকে / মেঘের দিকে / ময়ূরের দিকে)

(৩) একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দিন:

ক) রাধা মেঘের দিকে দু-হাত তুলেছেন কেন?

খ) ময়ূর-ময়ূরীর দিকে চেয়ে রাধা কী দেখছেন?

গ) ভণিতা কাকে বলে?

ঘ) 'কালিয়া' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

ঙ) 'বঁধু' শব্দটির অর্থ কী?

2.5 আপনি যা শিখলেন

কবিতা বা পদটি পড়ে আপনি শিখলেন—

1. মধ্যযুগের কবিতার কিছু ভাষাগত বৈশিষ্ট্য;
2. রাধার বিশেষ আচরণের সঙ্গে মনের বিশেষ অবস্থার সংযোগ কীভাবে ঘটে চলেছে;
3. রাধার মনোভাব পরের পর যেভাবে বদলেছে তার মধ্যেকার যুক্তিশীলতা;
4. ভণিতা কাকে বলে।

2.6 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. রাধা-কৃষ্ণ-কাহিনিকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয় এমন দুটি ধর্মীয় উৎসবের নাম লিখুন।
2. রাধার কী আচরণের জন্য তাঁকে যোগিনী বলে মনে হচ্ছে?
3. রাধা মেঘের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন কেন?
4. রাধার আচরণে পর-পর যে-পরিবর্তন ঘটেছে তার বর্ণনা দিন।
5. মধ্যযুগের কবিতার লিখন-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

শব্দার্থ ও টীকা

2.7 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

2.1

১) (ক) হৈল, ব্যথা।
(খ) আহারে, রাঙা, যোগিনী-পারা।
২) (ক) নির্জনে
৩) (ক) মেঘের দিকে
(খ) রাঙা।
(গ) যোগিনীদের।
(ঘ) রাধার দৃষ্টি স্থির, পরণে যোগিনীদের মতো পোশাক।

2.2

১) (ক) এলাইয়া, ফুলের, খসায়ে।
(খ) নিরীক্ষণে।
(গ) চণ্ডীদাস, নব।
২) মেঘের দিকে।
৩) (ক) মেঘকে তাঁর প্রয়োজন নেই।
(খ) ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠ-বর্ণের মধ্যে দেখছেন কৃষ্ণের চিকন-শ্যামল রূপ।
(গ) কবিতার বা কাব্যাংশের শেষে কবিরা মন্তব্য করেন। নিজের নাম জানিয়ে দেন। এই অংশটি ভণিতা।
(ঘ) কৃষ্ণকে।
(ঙ) বন্ধু।

2.8 কবি পরিচিতি

চণ্ডীদাসের জন্মস্থান বীরভূমের নান্নুর। ঠিক কোন সময়ে তিনি বর্তমান ছিলেন তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে, মনে হয় তিনি পঞ্চদশ শতকের কবি। চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩)-এর প্রিয় ছিল চণ্ডীদাসের পদ। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম নিয়ে চণ্ডীদাস পদ রচনা করেছেন। রাধার পূর্বরাগের একটি পদ পাঠ্য বইয়ে আছে। পূর্বরাগ পর্বের শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ডীদাস। সহজ সরল বাংলাভাষায় তিনি পদ রচনা করেছেন। এমন সব বাক্য তাঁর গানে ছড়িয়ে আছে যা আমাদের চমকিত করে। যেমন—

- শাশুড়ি ক্ষুরের ধার, ননদিনি জ্বালা
- চণ্ডীদাস বলে, বনের ভিতরে কভু কি রোদন সাজে
- সুজনে সুজনে মিলে কুজনে কুজনা

শব্দার্থ ও টীকা

2.9 সমধর্মী রচনা

চণ্ডীদাসের আর-একটি পূর্বরাগের পদ

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব-কাননে চায়।।
রাই এমন কেন বা হৈল।
গুরু দুরজন ভয় নাহি মন
কোথা বা কী দেব পাইল।।
সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল
সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি
ভূষণ খসাঞা পরে।।
বয়সে কিশোরী রাজার কুমারী
তাহে কুলবধূ বালা।
কী বা অভিলাষে বাঢ়য়ে লালসে
না বুঝি তাহার ছলা।
তাহার চরিতে হেন বুঝি চিতে
হাত বাড়াইল চাঁদে।
চণ্ডীদাস কয় করি অনুনয়
ঠেকেছে কালিয়া-ফাঁদে।।